ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

ফিচার-০৮(আগরতলা-১৯।০৪)
জিরানীয়া, ১৯ এপ্রিল' ১৭

গাভী পালনের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর হবার কাহিনী

।। নীতা সরকার ।।

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় । আত্মনির্ভর হওয়ার সহজ পথও খুঁজে পাওয়া যায় । বেলবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত চম্পকনগর এ ডি সি ভিলেজের রঞ্জিৎ দাস এবং মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত দীনবন্ধুনগর এ ডি সি ভিলেজের গীতা দেববর্মা সেই ইচ্ছে শক্তির জোরেই স্ব-নির্ভর হয়ে স্বচ্ছল জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গত ১২ এপ্রিল খুমলুঙের নোয়াই হলে এ ডি সি'র প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাণী পালন ও প্রাণী রোগ নিরাময়ের বিষয়ে একদিনের কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজিত হয় । এই সেমিনারেই রঞ্জিৎ দাস ও গীতা দেববর্মার সাথে আলাপ হয় । সেদিন সেমিনারে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম-খোয়াই-ধলাই এই ৫টি জোনের প্রাণী পালনের কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ২০১৬-১৭ বর্ষের সেরা কৃষকের নাম ঘোষণা হয় । প্রতি জোন থেকে ২ জন করে ১০ জন কৃষককে প্রাণী পালনের মাধ্যমে অগ্রগতির জন্য পুরস্কৃত করা হয় । পুরস্কার হিসেবে তাদের হাতে ১টি করে স্মার্ট ফোন তুলে দেয়া হয় । এই পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে পশ্চিম জোনের দুই জন সেরা কৃষক হলেন এই রঞ্জিৎ দাস ও গীতা দেববর্মা । তারা দু'জনেরই জীবনের পথ চলা শুরু হয় একেবারে শূন্য থেকে । দরিদ্রতা ছিল তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী । কিন্তু ১টি গাভী দু'জনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে । উভয়েই গাভী পালনের মাধ্যমে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে যেমন মুক্ত হতে পেরেছেন তেমনি এ ডি সি এলাকার দুগ্ধ উৎপাদনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন । তাই এ ডি সির প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে তাদের সেরা কৃষকের সম্মান দেয়া হয়েছে ।

বয়স ৩০ এর যুবক রঞ্জিৎ দাস । তার সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, ২০১২-১৩ সালে দারিদ্র্যের জ্বালায় তিনি যখন জর্জরিত তখন জিরানীয়া প্রাণী সম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ঘাস চাষের প্রশিক্ষণে অংশ নেন । সেখানে ঘাস চাষের প্রশিক্ষণের সাথে প্রাণী পালনের বিষয়েও নানা পরামর্শ দেয়া হয় । পতিত টিলা ভূমিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি গাভী পালন করার বিষয়টি রঞ্জিৎবাবুর মাথায় তখন থেকেই ঘুরপাক খেতে থাকে । সেদিন থেকেই শুরু হয় তার প্রাণী পালনের ও ঘাস চাষের কর্মসূচি । এ বিষয়ে সমস্তরকম সহযোগিতা করা হয় জিরানীয়া প্রাণী সম্পদ বিকাশ কার্যালয় থেকে । তিনি তার ৫ কানি পতিত টিলাভূমিতে ঘাস চাষ করেন । সেই সঙ্গে ২টি গাভীও কেনেন । বছর ঘুরতেই রঞ্জিৎবাবু লাভের মুখ দেখতে শুরু করেন । উৎসাহ বেড়ে চলে । বছর বছর ২টি থেকে ৩টি, ৪টি করে গাভীর সংখ্যা বাড়তে থাকে । সবগুলিই সংকর জাতীয় গাভী । বর্তমানে গাভী ও বাছুর মিলে ওনার ২০টি গরু আছে । এরমধ্যে ৭টি গাভী প্রতিদিন তাকে ৭৫ লিঃ দুধ দিচ্ছে । তিনি বলেন, প্রতিমাসে এই দুধ বিক্রয়ের মাধ্যমে ৬০ হাজার টাকা রোজগার হয় । ৩০ হাজার টাকা সংসার ও গাভীগুলিকে পালন বাবদ খরচ করেন । আরো ৩০ হাজার টাকা তার বাড়তি আয় হয় । সেদিন কর্মশালা ও সেমিনারে রঞ্জিৎবাবুকে শুধু পুরস্কার নেয়ার জন্যই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি । তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কর্মশালায় অংশ নেয়া ২৯৩ জন কৃষকের সামনে গাভী পালনের মাধ্যমে তার জীবনের উত্তরণের কাহিনী তুলে ধরার জন্যও । মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল বাচন ভঙ্গিতে সেদিন বলেছিলেন, এই গাভী পালন একটি লাভজনক ব্যবসা । সংসারে আয়ের পথ অতি দ্রুত সুগম করতে সহায়ক হয় । তিনি নিজেই তার দৃষ্টান্ত । মা-বাবা-ভাই-বোনদের নিয়ে অভাবের তাড়নায় যখন তিনি দিশেহারা

----- ২পাতায়